<u>ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৫</u>

<u>(২য় খসড়া)</u>

২০১৫ সালের ----নং আইন

যেহেতু জাতীয় ডিজিটাল নিরাপত্তা এবং ডিজিটাল অপরাধসমূহের প্রতিকার, প্রতিরোধ, দমন, সনাক্তকরণ, তদন্ত এবং বিচারের উদ্দেশ্যে আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

প্রথম অধ্যায় প্রারম্ভিক	
সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	ধারা- ১। শিরোনাম (১) এই আইন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে। (২) সমগ্র বাংলাদেশে ইহার প্রয়োগ হইবে। (৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।
সংজ্ঞা	ধারা- ২। বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আইনে- **(১) "আইনানুগ প্রবেশাধিকার (Lawful Access)"** অর্থ কোন ব্যক্তি কম্পিউটার বা ডিজিটাল ডিভাইস, নেটওয়ার্ক বা ডিজিটাল সিস্টেমের কোনো প্রোগ্রাম বা ডাটায় প্রবেশাধিকার eSvB‡e, যদি- ক) ঐ ব্যক্তি কম্পিউটারবা ডিজিটাল ডিভাইস বা সিস্টেমের প্রোগ্রাম বা ডাটায় বা তথ্যে প্রবেশের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিজের আয়ত্ত্বে রাখিবার আইনানুগ অধিকারী হয়; অথবা খ) ঐ ব্যক্তি কম্পিউটার বা ডিজিটাল সিস্টেমের প্রোগ্রাম বা ডাটায় বা তথ্যে প্রবেশের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখিবার অধিকারী ব্যক্তিটির নিকট হইতে আইনানুগ সম্মতি লাভ করে; অথবা গ) উপাত্ত বা ডাটা (Data) অথবা তথ্য অথবা উভয়ই যাহা উন্মুক্ত উপাত্ত (Open Data) অথবা অন্য কোন আইনের আওতায় সকলের জন্য উন্মুক্ত ঘোষিত হইয়া থাকে; অথবা ঘ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে যে সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার আইনানুগ হস্তক্ষেপ (lawful interception) করিবার অধিকার থাকে; **(২) "বেআইনী প্রবেশ (Unlawful Access)"** অর্থ ধারা-২(১) এ বর্ণিত **আইনানুগ**

প্রবেশাধিকার (Lawful Access) **বহির্ভূত সকল প্রকার প্রবেশ** (access**); "প্রবেশ (Access)"** অর্থ কম্পিউটার বা ডিজিটাল ডিভাইস, কম্পিউটার বা ডিজিটাল নেটওয়ার্ক, কম্পিউটার প্রোগ্রাম বা কম্পিউটার ব্যবস্থায় তথ্য নিবিষ্ট বা পুঞ্জিভূত করিবার, তথ্য উদ্ধারের বা তথ্যের গতিরোধ করিয়া বাঁধা দেওয়ার, তথ্য বা উপাত্ত প্রক্রিয়া করণের, তথ্য বা কম্পিউটার প্রোগ্রামের পরিবর্তন করিবার, আউটপুট ডিভাইসের মাধ্যমে প্রিন্ট করিবার উদ্দেশ্যে অথবা অন্য কোনোভাবে কম্পিউটার, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, কম্পিউটার প্রোগ্রাম বা কম্পিউটার ব্যবস্থায় এমন কোন অভিগমণ, নির্দেশ বা যোগাযোগ স্থাপন করা;

(৩)"অত্যাবশ্যকীয় তথ্য পরিকাঠামো**(Critical Information Infrastructure)"** অর্থ (ক) যে সকল অবকাঠামো দেশের ও সাংবিধানিক সংস্থাসমূহ পরিচালনার জন্য অত্যাবশ্যকীয় এবং এ ধরনের অন্যান্য সম্পদ, সিস্টেম ও নেটওয়ার্ক, তথ্য উপাত্ত যাহা সরকার বা বিচার বিভাগের অত্যাবশ্যকীয় অংশ, যাহার অচলতা বা ধ্বংস**,** জাতীয় নিরাপত্তা**,** রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্ব, অর্থনীতি, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি সম্পর্কিত বিষয়ের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলিতে পারে**;**

(খ**)** সরকার কর্তৃক ঘোষিত এইরূপ কোন অবকাঠামো;

(৪) ই-পেমেন্ট (e-Payment) অর্থ -

(ক) কোন ব্যক্তি কর্তৃক তাহার তহবিল স্থানান্তরের জন্য কোন ব্যাংক অথবা কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান অথবা অন্য কোন মাধ্যমে কোন সুনির্দিষ্ট হিসাবে (Account) অর্থ জমা অথবা উত্তোলন করার জন্য প্রদত্ত নির্দেশনা বা আদেশ বা কর্তৃত্বপূর্ণ আইনানুগ লেন-দেন কে বুঝাইবে; অথবা

(খ) যে কোন ক্রয় বা বিক্রয়ের জন্য অটোমেটেড টেলার মেশিন অথবা টেলিফোন অথবা ইন্টারনেট অথবা ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড অথবা অন্য যে কোন ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল মাধ্যমে অর্থ লেনদেনকে বুঝাইবে; অথবা

(গ) সরকার বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রণীত বিভিন্ন আইন বা বিধি বা পরিপত্র এর আওতায় বর্ণিত ই-পেমেন্টের সংজ্ঞাকে বুঝাইবে;

(৫) "**উপাত্ত দূষণ (Data Corruption)** অথবা কম্পিউটার দূষণ (Computer

	Corruption) অথবা ক্ষতি (Damage)" অর্থ এমন সব প্রোগ্রাম বা কম্পিউটার বা ডিজিটাল নির্দেশনা যাহা কোন কম্পিউটার বা ডিজিটাল ডিভাইস বা কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার বা ডিজিটাল নেটওয়ার্কে রক্ষিত কোন রেকর্ড, উপাত্ত বা প্রোগ্রামের প্রেরণ বা সঞ্চারণ কার্যের পরিবর্তন বা বিনাশ সাধন অথবা স্বাভাবিক কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করে; (৬**) "উপাত্ত বা ডাটা (Data)"** অর্থ কোন নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিতে প্রস্তুত তথ্য, জ্ঞান, ঘটনা, ধারণা বা নির্দেশাবলী যাহা কম্পিউটার বা ডিজিটাল প্রিন্ট-আউট, ম্যাগনেটিক বা অপটিক্যাল বা অন্য কোন ডিজিটাল স্টোরেজ মিডিয়া, পাঞ্চকার্ড, পাঞ্চটেপসহ যে কোন আকারে বা বিন্যাসে কম্পিউটার বা ডিজিটাল সিস্টেম অথবা কম্পিউটার বা ডিজিটাল নেটওয়ার্কে প্রক্রিয়াজাত করা হইয়াছে, হইতেছে অথবা হইবে অথবা যাহা কোন কম্পিউটার স্মৃতিতে সংরক্ষিত রহিয়াছে; **(৭) "প্রোগ্রাম (program)" অর্থ পাঠযোগ্য মাধ্যমে যন্ত্রসহ শব্দ, সংকেত, পরিলেখ অথবা অন্য কোন আকারে প্রকাশিত নির্দেশাবলী, যা দ্বারা কম্পিউটারকে কোন বিশেষ কাজ করানো বা বাস্তবে ফলদায়ক করানো যায়;** **(৮) কনটেন্ট (Content)** অর্থ ডিজিটাল আকারে (Digital Format) প্রকাশিত সকল তথ্য উপাত্তকে বুঝাইবে; "ডিজিটাল" বলিতে যুগ্মসংখ্যা বা ডিজিট নিয়ে কাজ করার পদ্ধতিকে বুঝাইবে; **(৯) ডিজিটাল ডিভাইস"** অর্থ- (ক) যে কোন ইলেকট্রনিক, ডিজিটাল, ম্যাগনেটিক, অপটিক্যাল বা দ্রুতগতির তথ্য প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্র বা সিস্টেম, যাহা ইলেকট্রনিক, ডিজিটাল, ম্যাগনেটিক বা অপটিক্যাল ইমপালস ব্যবহার করিয়া যৌক্তিক, গাণিতিক এবং স্মৃতি কার্যক্রম সম্পন্ন করে, এবং কোন কম্পিউটার বা ডিজিটাল ডিভাইস সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সহিত সংযুক্ত এবং যাহাতে সকল ইনপুট, আউটপুট, প্রক্রিয়াকরণ, সঞ্চিতি (Storage), ডিজিটাল ডিভাইস সফটওয়্যার বা যোগাযোগ সুবিধাদিও ইহার অন্তর্ভুক্ত থাকে; অথবা (খ) মোবাইল ফোন, ট্যাবলেট, স্মার্ট ডিভাইস বা অন্য ধরনের যন্ত্র বা ডিজিটাল ইনপুট, আউটপুট সামর্থযুক্ত সকল প্রকার ডিভাইসকে বুঝাইবে; (১০) **"কম্পিউটার বা ডিজিটাল নেটওয়ার্ক"** অর্থ এমন এক ধরনের আন্তঃসংযোগ যাহা

	স্যাটেলাইট, মাইক্রোওয়েভ, টেরিস্ট্রিয়েল লাইন, অয়্যারলেস যন্ত্র, ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক, ইনফ্রারেড, ওয়াইফাই, ব্লুটুথ বা অন্য কোন যোগাযোগের মাধ্যম বা কোন প্রান্তিক (Terminal) যন্ত্রপাতি বা দুই বা ততোধিক কম্পিউটারের আন্তঃসংযোগ রহিয়াছে এমন কোন কমপ্লেক্স, যাহাতে আন্তঃসংযোগ নিরবচ্ছিন্নভাবে সংরক্ষণ করা হউক বা না হউক, এর মাধ্যমে দুই বা ততোধিক কম্পিউটার বা ডিজিটাল যন্ত্রের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে; (১১) "কোম্পানী" বলিতে কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অংশীদারী কারবার, সমিতি, সংঘ বা সংগঠনকে বুঝাইবে। (১২) **"গ্রাহক তথ্য (Subscriber Information)"** অর্থ কম্পিউটার বা ডিজিটাল ডিভাইস ডাটার ফরম বা অন্য কোন ফরমে ধারণকৃত তথ্য যাহা সার্ভিস প্রোভাইডার কর্তৃক গ্রাহককে প্রেরণকৃত সার্ভিসের জন্য ধারণকৃত। তবে এইরূপ ট্রাফিক বা কন্টেন্ট ডাটা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না যাহাতে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, যথা: (ক) ব্যবহৃত কমিউনিকেশন সার্ভিসের ধরণ, ইহার সহিত সম্পর্কিত কারিগরি বিষয়াদি এবং সেবা প্রদানের সময়; (খ) গ্রাহকের পরিচিতি, পত্র যোগাযোগ বা অন্য কোন যোগাযোগের ঠিকানা, টেলিফোন এবং অন্যান্য একসেস নাম্বার; বিল পরিশোধের তথ্যসহ কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্ট স্থাপনের স্থান সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য যাহা সার্ভিসের মাধ্যমে বা সার্ভিস হইতে প্রকাশ করা হয়; (১৩) (ক) **"ট্রাইব্যুনাল"** অর্থ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধিত) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সালের ৩৯ নং আইন) ধারা ৬৮ এর অধীন গঠিত সাইবার ট্রাইব্যুনাল; (খ) **"সাইবার আপীল ট্রাইব্যুনাল"** অর্থ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধিত) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সালের ৩৯ নং আইন) ধারা ৮২ এর অধীন গঠিত সাইবার আপীল ট্রাইব্যুনাল; (১৪) **''ট্রাফিক ডাটা (Traffic Data)''** অর্থ কম্পিউটার বা ডিজিটাল অথবা মোবাইল নেটওয়ার্ক সিস্টেমের মাধ্যমে যোগাযোগ সম্পর্কিত যে কোন ডাটা যাহা কম্পিউটার বা ডিজিটাল বা মোবাইল নেটওয়ার্ক সিস্টেমের মাধ্যমে উৎপাদিত এবং যোগাযোগের উৎস, গন্তব্য, রুট, সময়, তারিখ, আকার, মেয়াদ অথবা ধরণ সংক্রান্ত যোগাযোগের চেইনের কোন অংশ গঠন করে;

	(১৫) **"ডিজিটাল বা ইলেক্ট্রনিক জালিয়াতি (Digital বা Electronic Forgery)"** অর্থ কোন এক বা একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক বিনা অধিকারে অথবা প্রদত্ত অধিকারের অতিরিক্ত হিসাবে অথবা অনাধিকার চর্চার মাধ্যমে কোন কম্পিউটার বা ডিজিটাল ডিভাইসের ইনপুট অথবা আউটপুট প্রস্তুত (**Create**) অথবা পরিবর্তন অথবা মুছে দেয়া (**Delete**) অথবা ধামাচাপা দেওয়ার (**Hide**) মাধ্যমে অশুদ্ধ ডাটা অথবা তথ্য অথবা অশুদ্ধ প্রোগ্রামের মাধ্যমে ভুল অথবা ভ্রান্ত কাজ অথবা কার্যক্রমে তথ্য সিস্টেম (Information System**)** অথবা কম্পিউটার বা ডিজিটাল নেটওয়ার্ক-এর পরিচালনকে বুঝাইবে; (১৬)"**ডিজিটাল প্রতারণা বা কম্পিউটার সংক্রান্ত প্রতারণা**" এর অর্থ- কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে অথবা অনুমতি ব্যতিরেকে, কোন কম্পিউটার , কম্পিউটার প্রোগ্রাম, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা কোন ডিজিটাল ডিভাইস, ডিজিটাল সিস্টেম বা ডিজিটাল নেটওয়ার্কে বা সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে কোন তথ্য পরিবর্তন, মুছে ফেলা বা নতুন কোন তথ্যের সংযুক্তি বা বিকৃতির ঘটানোর মাধ্যমে উহার মূল্য বা উপযোগিতা হ্রাস করে বা তাহার নিজের বা অন্য কোন ব্যক্তির কোন সুবিধা পাইবার বা অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষতি করিবার চেষ্টা করে বা ছলনার আশ্রয় নেওয়াকে বুঝাইবে; (১৭) **"ডিজিটাল পর্নোগ্রাফি (Digital Pornography)"** অর্থ (ক) যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কোন অশ্লীল সংলাপ, অভিনয়, অঙ্গভঙ্গি, নগ্ন বা অর্ধনগ্ন নৃত্য যাহা চলচ্চিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও ভিজ্যুয়ালচিত্র, স্থিরচিত্র, গ্রাফিকস বা অন্য কোন উপায়ে ধারণকৃত ও প্রদর্শনযোগ্য এবং যাহার কোন শৈল্পিক বা শিক্ষাগত মূল্যনেই; অথবা (খ) যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী অশ্লীল বই, সাময়িকী, লিফলেট, ওয়েব কন্টেন্ট; (গ) ডিজিটাল মাধ্যমে উপ-দফা (ক) বা (খ) এ বর্ণিত বিষয়াদির বস্তুগত, ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক উপস্থাপনা বুঝাইবে। **(১৮) "ডিজিটাল শিশু পর্নোগ্রাফি"** অর্থ এমন উপাদান যাহা ডিজিটাল মাধ্যমে দৃশ্যত বা অন্যভাবে চিত্রিত করিয়া- (ক) যৌন আচরণের আওতায় কোন শিশুকে সম্পর্ক যুক্ত করা; (খ) কোন শিশুকে যৌনতায় সম্পর্ক যুক্ত করা;

(গ) এমন ধরনের বাস্তব বা স্থির চিত্র বা চলচ্চিত্র যাহা কোন শিশুর যৌন সম্পর্ক যুক্ত করা;

(১৯) **"ডিজিটাল তথ্য ব্যবস্থা (Digital Information System)"** অর্থ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল উপায়ে উপাত্ত (data) প্রক্রিয়াকরণের জন্য ব্যবহৃত কম্পিউটার বা ডিজিটাল ডিভাইস সিস্টেম অথবা সার্ভার অথবা ওয়ার্ক স্টেশন অথবা টার্মিনাল অথবা স্টোরেজ সিস্টেম বা স্টোরেজ মিডিয়া অথবা কমিউনিকেশন ডিভাইস অথবা নেটওয়ার্ক রিসোর্স ইত্যাদিকে বুঝাইবে;

(২০) **"ডিজিটাল যোগাযোগ"** অর্থ ইলেকট্রনিক, ডিজিটাল, ম্যাগনেটিক, অয়্যারলেস, অপটিক্যাল, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বা তুলনীয় সক্ষমতা রহিয়াছে এইরূপ কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে যে কোন সংকেত, চিহ্ন, শব্দ, ছবি, চলমান চিত্র এবং তথ্য বৈদ্যুতিক বা অপটিক্যাল সংকেতে রূপান্তরিত করে ট্রান্সমিশন অথবা বিনিময় করাকে বুঝাইবে;

(২১) **"ডিজিটাল রেকর্ড"** অর্থ কোন উপাত্ত (Data), রেকর্ড বা উপাত্ত হইতে প্রস্তুতকৃত ছবি বা প্রতিচ্ছবি বা শব্দ, যাহা কোন ইলেক্ট্রনিক বিন্যাস, মাইক্রোফিল্ম বা কম্পিউটার বা কোন ডিজিটাল ডিভাইসে প্রস্তুতকৃত মাইক্রোফিচে সংরক্ষিত, গৃহীত বা প্রেরিত হইয়াছে;

(২২) **"পাসওয়ার্ড"** অর্থ এমন ধরনের উপাত্ত বা ডাটা যাহার মাধ্যমে কম্পিউটার বা ডিজিটাল ডিভাইস, কম্পিউটার বা ডিজিটাল সার্ভিস বা কম্পিউটার বা ডিজিটাল সিস্টেমের ব্যবহার ও প্রবেশাধিকার লাভ করা যায়;

(২৩) **"বেআইনি প্রতিবন্ধকতা (Unlawful Obstruction)"** অর্থ

(ক) ইলেকট্রনিক, ডিজিটাল সিস্টেম, চৌম্বকীয়, অপটিক্যাল বা মৌখিক যোগাযোগের বিষয়বস্তু কোনো শ্রবণযন্ত্র, পঠনযন্ত্র বা রেকর্ডিং যন্ত্র ব্যবহারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা; অথবা

(খ) কোন Information System (কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, ভয়েজ বা ডাটা (Voice বা Data) নেটওয়ার্ক, তথ্য ভান্ডার (Data Storage or Data Storage System) হইতে তথ্য প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা, যেখানে এই কাজের সহিত জড়িত-

(অ) ব্যক্তি বা কোম্পানী এই সকল তথ্যের মালিক না হয়;

(আ) ব্যক্তি বা কোম্পানী সংশ্লিষ্ট আইনে এইরূপ Interception এর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা প্রাপ্ত না হয়;

	(ই) ব্যক্তি বা কোম্পানী তথ্য সমূহের প্রকৃত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতিপ্রাপ্ত না হয়; **(২৪) "পরিচিতি তথ্য (Identity Information)"**অর্থ যে কোন তথ্য যাহা জৈবিক (biological) অথবা শারীরিক (physical) বা অন্য কোন তথ্য যাহা এককভাবে বা যৌথ ভাবে অন্য তথ্য যাহা একজন ব্যক্তিকে অথবা সিস্টেমকে শনাক্ত করে, যাহার নাম, ছবি, ঠিকানা, জন্ম তারিখ, মাতার নাম, পিতার নাম, স্বাক্ষর, জাতীয় পরিচয়পত্র, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন নম্বর, ফিংগার প্রিন্ট, পাসপোর্ট নম্বর, Bank Account Number, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ই-টিন নম্বর, ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল স্বাক্ষর, User Name, Credit বা Debit Card Number,Voice Print, Retina Image, Iris Image, DNA Profile, Security Question, অথবা অন্য কোন পরিচিতি যাহা প্রযুক্তির উৎকর্ষতার জন্য সহজলভ্য; (২৫) "ফৌজদারি কার্যবিধি" অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898). (গ) **"বিচারক, সাইবার ট্রাইব্যুনাল"** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সালের ৩৯ নং আইন) ধারা ৬৮ এর অধীন গঠিত সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক; (২৬) **"ব্যক্তি** বা সত্ত্বা" শব্দের আওতায় কোন প্রাকৃতিক সত্তা বিশিষ্ট একক ব্যক্তি, অংশীদারী কারবার, সমিতি, কোম্পানী, প্রতিষ্ঠান বা সমবায় সমিতি অন্তর্ভুক্ত; (২৭) **"ভাইরাস"** অর্থ এমন কম্পিউটার বা ডিজিটাল নির্দেশ অথবা তথ্য অথবা উপাত্ত (data) অথবা প্রোগ্রাম অথবা **অ্যাপস** যাহা- (অ) কোন কম্পিউটার বা ডিজিটাল ডিভাইস কর্তৃক সম্পাদিত কার্যকে বিনাশ, ক্ষতি বা ক্ষুণ্নকরে বা উহার কার্য-সম্পাদনের দক্ষতায় বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে; বা (আ) নিজেকে অন্য কোন কম্পিউটার বা ডিজিটাল ডিভাইসের সহিত সংযুক্ত করিয়া উক্ত কম্পিউটার বা ডিজিটাল ডিভাইসের কোন প্রোগ্রাম, উপাত্ত (Data) বা নির্দেশ কার্যকর করিবার বা কোন ক্রিয়া সম্পাদনের সময় নিজেই ক্রিয়াশীল হইয়া উঠে এবং উহার মাধ্যমে উক্ত কম্পিউটার বা ডিজিটাল ডিভাইসে কোন ঘটনা ঘটায়; (২৮) **"মহাপরিচালক"** অর্থ ধারা ৫(২) এর অধীনে নিযুক্ত মহাপরিচালককে বুঝাইবে এবং

	অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিচালক, উপ-পরিচালক ও সহকারী পরিচালক এর কার্যাবলী মহাপরিচালকের কার্যাবলী হিসেবে গণ্য হইবে; (২৯) **শিশু" অর্থ** বিদ্যমান অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অনুর্ধ্ব ১৮ (আঠার) বৎসর বয়স পর্যন্ত সকল ব্যক্তি শিশু হিসাবে গণ্য হইবে; (৩০) **"সন্ত্রাসী সম্পদ"** অর্থ কোন সম্পদ যাহা আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সন্ত্রাসী কার্যে ব্যবহৃত হইতে পারে বা হইয়াছে বা ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাপ্ত এবং বাংলাদেশ বা কোন বিদেশী রাষ্ট্র কর্তৃক সন্ত্রাসী হিসাবে চিহ্নিত কোন ব্যক্তি, কোম্পানী বা সত্ত্বার সম্পদকে বুঝাইবে; (৩১) "**সেবা প্রদানকারী (Service Provider)"** অর্থ (ক) কোন সরকারি বা বেসরকারি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যিনি বা যাহা কম্পিউটার বা ডিজিটাল সিস্টেমের মাধ্যমে কোন ব্যবহারকারীকে যোগাযোগের সামর্থ্য সরবরাহ করে; অথবা (খ) অন্য কোন ব্যক্তি, সত্ত্বা বা সংস্থা যিনি বা যাহা উক্ত সার্ভিসের বা উক্ত সার্ভিসের ব্যবহারকারীর পক্ষে কম্পিউটার ডাটা (data) প্রক্রিয়া করণ বা সংরক্ষণ করেন; (৩২)**"সহায়তা"** অর্থ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অনুসন্ধান, প্রসিকিউশন, বাজেয়াপ্ত করণ এবং অপরাধ সম্পর্কিত বিচারিক ও অন্যান্য কার্যধারায় সহায়তা করাকে বুঝাইবে; (৩৩) **"**সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম **(Social Media)"** অর্থ কম্পিউটার বা ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহারের মাধ্যমে অফলাইন বা অনলাইনে পারস্পরিক যোগাযোগ, তথ্য-উপাত্ত আদান প্রদান, চ্যাট, ভিডিওচ্যাট, ই-মেইল,গ্রুপ বা পৃষ্ঠা ও ব্লগ সাইটকে বোঝাইবে। (৩৪)**"মানহানি"** বলিতে বাংলাদেশ দন্ডবিধি-১৮৬০ (১৮৬০ সালের ৪৫ নম্বর আইন) এর ৪৯৯ ধারায় উল্লেখিত মানহানি-কে বুঝাইবে। (৩৫) **"অশ্লীল"** বলিতে এমন কোন কিছু বুঝাইবে যাহা মানুষের মনকে বিকৃত ও দূষিত করে এবং যাহা প্রকাশিত বা সম্প্রচারিত হইলে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা ক্ষুন্ন করে।
আইনের প্রধান্য	ধারা-৩। আপাতত: বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন এবং ইহার অধীনে প্রণীত বিধির প্রাধান্য থাকিবে।
আইনের	ধারা-৪।

অতিরাষ্ট্রিক প্রয়োগ	(১) যদি কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের বাহিরে এই আইনের অধীন কোন অপরাধ করেন যাহা বাংলাদেশে করিলে এই আইনের অধীন দণ্ডযোগ্য হইত, তাহা হইলে এই আইন এইরূপে প্রযোজ্য হইবে যেন অপরাধটি তিনি বাংলাদেশেই করিয়াছেন । (২) যদি কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের বাহির হইতে বাংলাদেশে অবস্থিত কোন কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সাহায্যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এই আইনের অধীন কোন অপরাধ করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনের বিধানাবলী এইরূপে প্রযোজ্য হইবে যেন উক্ত অপরাধের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া বাংলাদেশেই সংঘটিত হইয়াছিল । (৩) যদি কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের অভ্যন্তর হইতে বাংলাদেশের বাহিরে এই আইনের অধীন কোন অপরাধ করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনের বিধানাবলী এইরূপে প্রযোজ্য হইবে যেন উক্ত অপরাধের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া বাংলাদেশেই সংঘটিত হইয়াছিল।
দ্বিতীয় অধ্যায় ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি	
ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির গঠন ও কার্যাবলী	ধারা- ৫। (১) জাতীয় ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনে সরকার এই আইনের আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ গঠন করিতে পারিবে; (২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার প্রয়োজনীয় জনবলসহ “ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি “এর নতুন দপ্তর সৃষ্টি করিতে পারিবে। এ কর্তৃপক্ষের একজন মহাপরিচালক থাকিবে এবংসরকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিচালক, উপ-পরিচালক এবং সহকারী পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তা নিয়োগ করিবে; (৩) সরকারের নিয়ন্ত্রন ও তত্ত্বাবধান সাপেক্ষে মহাপরিচালক এই আইনের অধীন তাহার উপর ন্যস্ত সকল কার্য সম্পাদন করিবেন; (৪) মহাপরিচালকের সরাসরি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিচালক, উপ-পরিচালক এবং সহকারী পরিচালক কর্তৃক তাহাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন এবং কার্য সম্পাদন করিবেন;

	(৫) মহাপরিচালকের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে এবং সরকার প্রয়োজনে দেশের যে কোন স্থানে তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের জন্য বা স্থায়ীভাবে শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে; (৬) মহাপরিচালকের দপ্তরের একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে যাহা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ও নির্ধারিত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইবে; (৭) এই আইনের অধীনে মহাপরিচালকের নিয়ন্ত্রণে এক বা একাধিক ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব (Digital Forensic Lab) স্থাপন করা হইবে। ইহা ছাড়া, সরকার ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হইলে এর প্রতিকার বিধানের জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় ল্যাব স্থাপন করিতে পারিবে; এ জন্য প্রয়োজনীয় উপযুক্ত কারিগরী জ্ঞান সম্পন্ন জনবল-এর সংস্থান থাকিবে ; (৮) ‘ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি’ এর কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও চাকুরীর শর্তাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে; (৯) বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব বা গ্রেড-২ পদমর্যাদার কর্মকর্তা বা ডিজিটাল সিকিউরিটিতে বিশেষভাবে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ‘ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি’ এর মহাপরিচালক হইবে। (10) ‘ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি’ বাংলাদেশের সকল কম্পিউটার বা ডিজিটাল সিস্টেম, নেটওয়ার্ক, মোবাইল বা ডিজিটাল যোগাযোগ (Voice & Data) নেটওয়ার্ক, নিরাপত্তা প্রদান, সাইবার অপরাধ দমন ও প্রতিরোধ এবং উক্তরূপ অপরাধমূলক তৎপরতা রোধ করিবার উদ্দেশ্যে- (ক) সাইবার অপরাধসমূহ পর্যবেক্ষণ ও পরিচালনা; (খ) কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের বা মোবাইল (Voice & Data) নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আর্থিক কর্মকান্ডের সহিত জড়িত অন্যান্য সংস্থার কার্যতৎপরতা বাংলাদেশ ব্যাংক বা অর্থ মন্ত্রণালয় এর সহিত সমন্বয় এবং পর্যবেক্ষণ; (গ) কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের বা মোবাইল (Voice &Data) নেটওয়ার্কের, সহিত জড়িত অন্যান্য সংস্থার নিকট হইতে ডিজিটাল অপরাধ

	সম্পর্কিত কোন বিষয়ে প্রতিবেদন আহবান করা; (ঘ) দফা (গ) এর অধীন প্রাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা এবং তদানুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ; (ঙ) কম্পিউটার, কম্পিউটার বা ডিজিটাল সিস্টেম বা কম্পিউটার বা ডিজিটাল নেটওয়ার্কের সহিত জড়িত সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করিবে এবং প্রশিক্ষিত জনবলের তালিকা সংরক্ষণ করিবে; (চ) এবং সাইবার অপরাধ ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত সরকারের অন্যান্য আদেশ অনুযায়ী কার্যাবলি। (1১) ‘ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি’ এর অধীনে “Bangladesh Cyber Emergency বা Incident Response Team (Bangladesh-CERT)” নামক একটি প্রধান টিম থাকিবে। সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য মন্ত্রণালয় বা সেক্টর ভিত্তিক একাধিক CERT থাকিতে পারিবে যাহারা Bangladesh-CERT এর সহিত সমন্বয় করিয়া কার্যক্রম পরিচালনা করিবে এবং ইহার গঠন ও কার্যাবলি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে। (১২) বাংলাদেশের কোথাও সাইবার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইলে বা সাইবার হামলা হইলে “Bangladesh Cyber Emergency Response Team (Bangladesh-CERT)” সমূহ সাইবার হামলার বিষয়ে তাৎক্ষনিক প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। (১৩) মহাপরিচালক, ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সী প্রতি মাসে অন্তত একবার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সচিব এর নিকট Bangladesh-CERT এর কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রতিবেদন উপস্থাপন করিবেন এবং বাংলাদেশের ডিজিটাল নিরাপত্তার সার্বিক চিত্র তুলিয়া ধরিবেন।
জাতীয় ডিজিটাল নিরাপত্তা কাউন্সিল	ধারা-৬। (১) ডিজিটাল নিরাপত্তার সার্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা এবং ডিজিটাল নিরাপত্তার বিষয়ে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে একটি “জাতীয় ডিজিটাল নিরাপত্তা কাউন্সিল” গঠিত হইবে।

	(২) জাতীয় ডিজিটাল নিরাপত্তা কাউন্সিল এর গঠন ও কার্যাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।
তৃতীয় অধ্যায় অত্যাবশ্যকীয় তথ্য পরিকাঠামো (সি আই আই)	
নির্দিষ্ট কিছু কম্পিউটার সিস্টেম অথবা নেটওয়ার্ক কে জাতীয় সংকটাপন্ন তথ্য পরিকাঠামো হিসাবে ঘোষণা	ধারা- ৭। (১) মহাপরিচালক, সরকারী গেজেটের মাধ্যমে, বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা বা নাগরিকের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কল্যাণে নিয়োজিত নির্দিষ্ট কিছু কম্পিউটার সিস্টেম, নেটওয়ার্ক বা তথ্য পরিকাঠামোসমূহকে অত্যাবশ্যকীয় তথ্য পরিকাঠামো হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবেন। (২) মহাপরিচালক বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে ন্যূনতম মান, নির্দেশনা, নিয়ম ও প্রক্রিয়া বিহিত করিয়া দিবেন; যথা- ক) অত্যাবশ্যকীয় তথ্য পরিকাঠামোর রক্ষা এবং সংরক্ষণ। খ) অত্যাবশ্যকীয় তথ্য পরিকাঠামোর সাধারণ ব্যবস্থাপনা। গ) কোন অত্যাবশ্যকীয় তথ্য পরিকাঠামোর তথ্যে প্রবেশাধিকার, হস্তান্তর এবং নিয়ন্ত্রণ। ঘ) কোন অত্যাবশ্যকীয় তথ্য পরিকাঠামোর তথ্য এবং উপাত্তের সত্যতা ও অখন্ডতার (Validity and Integrity) নিরাপত্তার জন্যে পরিকাঠামোগত এবং পদ্ধতিগত নিয়ম ও নীতিমালা। ঙ) অত্যাবশ্যকীয় তথ্য পরিকাঠামোর তথ্য বা উপাত্ত সংরক্ষণ (Storage or Archiving)। চ) অত্যাবশ্যকীয় তথ্য পরিকাঠামোর বা ইহার কোন অংশের বিনষ্টের ঘটনায় আপদকালীন পরিকল্পনা;এবং ছ) অত্যাবশ্যকীয় তথ্য পরিকাঠামোর তথ্য-উপাত্ত বা অন্য কোন সম্পদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা।
অত্যাবশ্যকীয় তথ্য পরিকাঠামোর	ধারা-৮। (১) মহাপরিচালক, এই আইনের বিধান সঠিকভাবে মানা হইয়াছে কি না তাহা নিশ্চিত করিবার জন্যে, সময়ে সময়ে, প্রয়োজনবোধে কোন অত্যাবশ্যকীয় তথ্য পরিকাঠামোর নিরীক্ষা

নিরীক্ষা ও পরিদর্শন।	ও পরিদর্শন এর নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবেন। (২) মহাপরিচালকের নিকট যদি যুক্তিসঙ্গতভাবে বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোন অত্যাবশ্যকীয় তথ্য পরিকাঠামোর জন্য হুমকিস্বরূপ বা ক্ষতিকর, তাহা হইলে তিনি স্বপ্রণোদিতভাবে বা কাহারও নিকট হইতে কোন অভিযোগ প্রাপ্ত হইয়া উহার অনুসন্ধান করিতে পারিবেন। (৩)মহাপরিচালক উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিকাঠামোর নিরীক্ষা ও পরিদর্শন পরিচালনার পদ্ধতি সম্পর্কে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবেন।
চতুর্থ অধ্যায় অপরাধ ও দণ্ড	
অত্যাবশ্যকীয় তথ্য পরিকাঠামোর বিরুদ্ধে অপরাধ	ধারা-৯। কোন ব্যক্তি অত্যাবশ্যকীয় তথ্য পরিকাঠামোর বিরুদ্ধে কোন অপরাধ করিলে তিনি অনধিক ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর কারাদণ্ড, বা অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।
কম্পিউটার বা ডিজিটাল ডিভাইস সংক্রান্ত জালিয়াতি	ধারা-১০। (১) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে অথবা অনুমতি ব্যতিরেকে, ডিজিটাল বা ইলেক্ট্রনিক জালিয়াতি করে তাহা হইলে তাহার এই কাজ হইবে একটি অপরাধ। (২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন অপরাধ করিলে তিনি অনধিক পাঁচ বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক তিন লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিতে হইবেন।
কম্পিউটার সংক্রান্ত প্রতারণা	ধারা-১১। (১) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে অথবা অনুমতি ব্যতিরেকে, কম্পিউটার সংক্রান্ত প্রতারণা করে তাহা হইলে তাহার এই কাজ হইবে একটি অপরাধ। (২) যদি কোন ব্যক্তি প্রতারণার অভিপ্রায়ে প্রেরকের বরাবরে এমন কোন ইলেকট্রনিক মেসেজ প্রেরণ করেন যাহা বস্তুগতভাবে ভুল তথ্য প্রদান করায় অপর কোন ব্যক্তির লোকসান বা ক্ষতি

	সংঘঠিত করে, তাহা হইলে তাহার এই কাজ হইবে একটি অপরাধ। (৩) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন কোন অপরাধ করিলে তিনি অনধিক পাঁচ বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক তিন লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিতে হইবেন।
পরিচয় প্রতারণা এবং ছদ্দবেশ ধারণ	ধারা-১২। (১) কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে কোন কম্পিউটার , কম্পিউটার প্রোগ্রাম, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা কোন ডিজিটাল ডিভাইস, ডিজিটাল সিস্টেম, ডিজিটাল নেটওয়ার্ক বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে- ক) প্রতারণা করা বা ঠকানোর উদ্দেশ্যে অপর কোন ব্যক্তির পরিচয় ধারণ করে বা অন্য কোনব্যক্তির ব্যক্তিগত কোন তথ্য নিজের বলিয়া দেখায়; বা খ) উদ্দেশ্যমূলক জালিয়াতির মাধ্যমে কোন জীবিত বা মৃত ব্যক্তির ব্যক্তিসত্ত্বা নিজের বলিয়া নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে ধারণ করে: ১) তাহার নিজের বা অপর কোন ব্যক্তির সুবিধা লাভ করা বা করাইয়া দেওয়া; ২) কোন সম্পত্তি বা কোন সম্পত্তির স্বার্থ প্রাপ্তি; ৩) অপর কোন ব্যক্তি বা সত্তা বা কোম্পানীর রূপ ধারণ করে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসত্ত্বার ক্ষতি সাধন করা; তাহা হইলে তাহার এই কার্য হইবে অপরাধ মর্মে গণ্য হইবে। (২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন অপরাধ করিলে তিনি অনধিক পাঁচ বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক তিন লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিতে হইবেন।
জরুরী পরিস্থিতিতে মহাপরিচালকের **নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা**	ধারা- ১৩ । (১) মহাপরিচালক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা, নিরাপত্তা, অন্যান্য বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে বা এই আইনের অধীন দণ্ডযোগ্য কোন অপরাধ সংঘটনের প্ররোচনা প্রতিরোধের জন্য নির্দেশ প্রদান করা সমীচীন ও প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি, লিখিত কারণ উল্লেখপূর্বক, আদেশ দ্বারা, সরকারের কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে কোন কম্পিউটার রিসোর্সের মাধ্যমে কোন তথ্য সম্প্রচারে বাধা দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

	(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন আদেশ জারী করা হইলে, উক্ত আদেশে বর্ণিত নির্দেশনা অনুসারে কোন গ্রাহক বা কম্পিউটার রিসোর্স এর তত্ত্বাবধায়ক উক্ত সংস্থাকে কোন তথ্য উন্মোচন (decrypt) করিবার জন্য সকল সুবিধা এবং কারিগরী সহযোগিতা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন। (৩) উপ-ধারা (১) বা (২) এ বর্ণিত নির্দেশ অমান্য করা হইবে একটি অপরাধ। কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) বা (২) এ বর্ণিত নির্দেশ অমান্য করিলে তিনি অনধিক পাঁচ (০৫) বছর কারাদন্ডে, বা অনধিক পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।
সম্ভাব্য লংঘনের ক্ষেত্রে মহাপরিচালকের **নিষেধাজ্ঞামূলক আদেশদানের ক্ষমতা**	ধারা-১৪। (১) মহাপরিচালক যদি মনে করেন যে, কোন ব্যক্তি এমন কার্য করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন বা হইতেছেন যাহার ফলে এই আইন, তদধীন প্রণীত বিধি, প্রবিধান, লাইসেন্সের কোন বিধান বা শর্ত বা মহাপরিচালকের কোন নির্দেশ লংঘিত হইতেছে বা হইবে, তাহা হইলে উক্ত কার্য হইতে কেন তিনি বিরত হইবেন না বা থাকিবেন না সেই মর্মে তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের নোটিশ জারী করিয়া তাহার বক্তব্য লিখিতভাবে উপস্থাপনের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপে কোন বক্তব্য উপস্থাপিত হইলে উহা বিবেচনান্তে মহাপরিচালক উক্ত কার্য হইতে বিরত থাকিবার জন্য বা উক্ত কার্য সম্পর্কে মহাপরিচালকের বিবেচনায় অন্য কোন নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।(২) মহাপরিচালক যদি সন্তুষ্ট হন যে, উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন লঙ্ঘন বা সম্ভাব্য লঙ্ঘনের প্রকৃতি এমন যে, অবিলম্বে উক্ত কার্য হইতে উক্ত ব্যক্তিকে বিরত রাখা প্রয়োজন, তাহা হইলে মহাপরিচালক উক্ত উপ-ধারার অধীন নোটিশ জারীর সময়েই তাহার বিবেচনায় যথাযথ বলিয়া বিবেচিত যে কোন অন্তবর্তী আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন যে, উক্ত বিষয়ে মহাপরিচালকের সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি উক্ত কার্য হইতে বিরত থাকিবেন। (৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন কোন নির্দেশ দেওয়া হইলে উক্ত ব্যক্তি উক্ত নির্দেশ প্রতিপালনে বাধ্য থাকিবেন।(৪) কোন ব্যক্তি এই ধারার অধীন প্রদত্ত নির্দেশ লঙ্ঘন করিলে মহাপরিচালক তাহার নিকট হইতে অনধিক দশ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করিতে

	পারিবে৷
ডিজিটাল বা সাইবার সন্ত্রাসী কার্য	ধারা-১৫ যদি কোন ব্যক্তি, সত্তা, কোম্পানী বা বিদেশী নাগরিক- (১) বাংলাদেশের অখন্ডতা, সংহতি, জননিরাপত্তা বা সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করিবার জন্য জনসাধারণ বা জনসাধারণের কোন অংশের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টির মাধ্যমে সরকার বা কোন কোম্পানী বা কোন ব্যক্তিকে কোন কার্য করিতে বা করা হইতে বিরত রাখিতে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে- (ক) অন্য কোন ব্যক্তিকে কোনকম্পিউটার , কম্পিউটার প্রোগ্রাম, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা কোন ডিজিটাল ডিভাইস, ডিজিটাল সিস্টেম বা ডিজিটাল নেটওয়ার্কে প্রবেশাধিকার ব্যহত করে বা করিবার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে; অথবা (খ) অন্য কোন ব্যক্তির কম্পিউটার, কম্পিউটার প্রোগ্রাম, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা কোন ডিজিটাল ডিভাইস, ডিজিটাল সিস্টেম বা ডিজিটাল নেটওয়ার্কে অবৈধভাবে বা কর্তৃত্বহীনভাবে প্রবেশ করে বা করিবার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে বা অপর কোন ব্যক্তিকে সহায়তা, প্ররোচিত বা ষড়যন্ত্র করে; অথবা (গ) অন্য কোন ব্যক্তি বা সত্ত্বা প্রজাতন্ত্রের কোন কম্পিউটা , কম্পিউটারপ্রোগ্রাম, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা কোন ডিজিটাল ডিভাইস, ডিজিটাল সিস্টেম বা ডিজিটাল নেটওয়ার্কের ক্ষতি সাধন করে বা করিবার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে; অথবা (২) অন্য কোন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত বা উহার সম্পদ ক্ষতি বা বিনষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে বা কোন আন্তর্জাতিক সংস্থাকে কোন কার্য করিতে বা করা হইতে বিরত রাখিবার জন্য উপ-ধারা-১ এর (ক), (খ) বা (গ) এর অনুরূপ কোন অপরাধ সংঘটন করে বা সংঘটনের প্রচেষ্টা করে বা

	উক্তরূপ অপরাধ সংঘটনের জন্য প্ররোচিত, ষড়যন্ত্র বা সহায়তা করে; (৩) সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৬ নং আইন) এর তফসিল-১ এ অন্তর্ভুক্ত জাতিসংঘ কনভেনশনে বর্ণিত কোন অপরাধ কোন কম্পিউটার, কম্পিউটার প্রোগ্রাম, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা কোন ডিজিটাল ডিভাইস, ডিজিটাল সিস্টেম বা ডিজিটাল নেটওয়ার্ক ব্যবহারের মাধ্যমে করিতে সহায়তা, প্ররোচিত বা ষড়যন্ত্র করে বা সংঘটন করে বা সংঘটন করিবার প্রচেষ্টা করে; (৪) কোন সশস্ত্র সংঘাতময় দ্বন্দ্বের বৈরি পরিস্থিতিতে (Hostilities in a situation of armed conflict) সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন নাই এইরুপ কোন বেসামরিক কিংবা অন্য কোন রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠানের কোন কম্পিউটার, কম্পিউটার প্রোগ্রাম, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা কোন ডিজিটাল ডিভাইস, ডিজিটাল সিস্টেম বা ডিজিটাল নেটওয়ার্কে মারাত্মক ক্ষতি সাধনের অভিপ্রায়ে এইরূপ কোন কার্য করে, যাহার উদ্দেশ্য, উহার প্রকৃতিগত বা ব্যাপ্তির কারণে, কোন জনগোষ্ঠীকে ভীতি প্রদর্শণ বা অন্য কোন সরকার বা রাষ্ট্র বা কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক নষ্ট হয় বা এমন কোন কার্য করিতে বা কোন কার্য করা হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য করে যাহা বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির পক্ষে ক্ষতিকারক; (৫) কোন ব্যক্তি যদি ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বা আদালত কর্তৃক মীমাংসিত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিষয়াবলী e¨ জাতির পিতার বিরুদ্ধে যেকোন প্রকার প্রপাগান্ডা, প্রচারনা বা তাহাতে মদদ প্রদান করে; (৬) ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে উপ-ধারা ১, ২, ৩, ৪, ও ৫ এর উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কোন প্রোগ্রাম, সংক্রামক বা দূষক বা ভাইরাস ব্যবহার করে বা নিজ দখলে রাখে; তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি, সত্ত্বা বা বিদেশী নাগরিক ডিজিটাল সন্ত্রাসী কার্যসংঘটনের অপরাধ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।
ডিজিটা	<u>ধারা-১৬</u>

ল বা সাইবার সন্ত্রাসী কার্য এর দন্ড	(১) যদি কোন ব্যক্তি বা বিদেশী নাগরিক ধারা ১৫ এর উপ-ধারা ১(ক) ও ১(খ) এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দন্ডে দণ্ডিত হইবেন; (২) যদি কোন ব্যক্তি বা বিদেশী নাগরিক ধারা ১৫ এর উপ-ধারা ১(গ) এবং উপ-ধারা ৬ এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে অনূর্ধ্ব ১০ (দশ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক পঁচিশ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দন্ডে দণ্ডিত হইবেন; (৩) যদি কোন ব্যক্তি বা বিদেশী নাগরিক ধারা ১৫ এর উপ-ধারা ২, ৩, ৪ ও ৫ এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে তিনি সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দন্ডে দণ্ডিত হইবেন। (৪) যদি কোন ব্যক্তি বা সত্বা বা কোম্পানী সন্ত্রাসী কার্য সংঘটন করে, তাহা হইলে- (ক) উক্ত ব্যক্তি বা সত্বা বা কোম্পানীর বিরুদ্ধে এই ধারা অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাইবে এবং উহার অতিরিক্ত উক্ত অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মূল্যের তিনগুণ পরিমাণ অর্থ বা সর্বোচ্চ ১ (এক) কোটি টাকা অর্থ দণ্ড আরোপ করা যাইবে; এবং (খ) উক্ত সত্বা বা কোম্পানীর প্রধান, তিনি চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান নির্বাহী বা অন্য যে কোন নামে অভিহিত হউক না কেন, অনূর্ধ্ব ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন বা উহার অতিরিক্ত উক্ত অপরাধের সহিত সম্পৃক্ত সম্পত্তির মূল্যের দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ বা সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকা বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।
গোপনীয়তা লঙ্ঘনের জন্য শাস্তি	ধারা-১৭ (১) কোন ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে অন্য কোন ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া তাহার ব্যক্তিগত ছবি তোলে এবং প্রকাশ করে বা প্রেরণ করে বা বিকৃত করে বা ধারণ করে তাহা হইলে এমন কার্য ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে অপরাধ হইবে। (২) এই আইন বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নরূপ কোন কিছু না থাকিলে, কোন ব্যক্তি যদি এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের কোন বিধানের অধীন কোন ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড, বই, রেজিস্টার, পত্রযোগাযোগ, তথ্য, দলিল বা অন্য কোন বিষয়বস্তুতে

	প্রবেশাধিকারপ্রাপ্ত হইয়া, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সম্মতি ব্যতিরেকে, কোন ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড, বই, রেজিস্টার, পত্রযোগাযোগ, তথ্য, দলিল বা অন্য কোন বিষয়বস্তু অন্য কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাহার এই কার্য হইবে একটি অপরাধ৷ (৩) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (২) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি অনধিক দুই বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন৷ (৪) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন অপরাধ করিলে তিনি অনধিক পাঁচ বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক দশ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিতে হইবে। ব্যাখ্যা- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে (ক) “প্রেরণ” অর্থ ইলেকট্রনিক উপায়ে কোন দৃশ্যমান ছবি প্রদর্শিত করিবার অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহের নিকট প্রেরণ করা; (খ) ছবি সম্বন্ধে “দৃশ্য ধারণ” অর্থ যে কোন উপায়ে ভিডিও টেপ, আলোকচিত্র, ফিল্ম বা রেকর্ড করা; (গ) "গোপনীয় অংগ" অর্থ নগ্ন বা অন্তর্বাস পরিহিত যৌনাঙ্গ, যৌনাঙ্গের আশপাশ, নিতম্ব বা মহিলা স্তন; (ঘ) "গোপনীয়তা লঙ্ঘনের পরিস্থিতির ক্ষেত্র” অর্থ কোন পরিস্থিতিতে কোন ব্যক্তির যুক্তিসঙ্গত প্রত্যাশা থাকিতে পারে যে- (অ) কোন ব্যক্তি গোপনীয়ভাবে অনাবৃত হইতে পারেন, এমতাবস্থায় তাহার ব্যক্তিগত এলাকায় তাহার নজর এড়িয়ে চিত্রবন্দী করা হইয়াছিল; অথবা (আ) সরকারি বা ব্যক্তিগত RvqMv নির্বিশেষে কোন ব্যক্তি তাহার ব্যক্তিগত এলাকার এমন কোন অংশে ছিল যাহা জনসাধারণের নিকট দৃশ্যমান হইবে না।
পর্নোগ্রাফী, শিশু পর্নোগ্রাফী এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধসমূহ	ধারা-১৮ (১) কোন ব্যক্তি- (ক) কোন কম্পিউটার, কম্পিউটার প্রোগ্রাম, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা কোন ডিজিটাল ডিভাইস, ডিজিটাল সিস্টেম বা ডিজিটাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পর্নোগ্রাফী বা অশ্লীল উপাদান উৎপাদন ev প্রকাশ করিলে; বা (L) অসৎ উদ্দেশ্যে কম্পিউটার, কম্পিউটার প্রোগ্রাম, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার

নেটওয়ার্ক বা কোন ডিজিটাল ডিভাইস, ডিজিটাল সিস্টেম বা ডিজিটাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পর্নোগ্রাফী বা অশ্লীল উপাদান সংরক্ষণ করিলে; বা

(M) এমন কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলে বা প্রকাশ করিবার কারণ ঘটাইলে যাহাতে বিজ্ঞাপনদাতা কর্তৃক পর্নোগ্রাফী বা অশ্লীল উপাদানসমূহ বিতরন বা প্রদর্শন করিবার সম্ভাবনা থাকে; বা

(N) অসৎ উদ্দেশ্যে কম্পিউটার, কম্পিউটার প্রোগ্রাম, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা কোন ডিজিটাল ডিভাইস, ডিজিটাল সিস্টেম বা ডিজিটাল নেটওয়ার্ক ব্যবহারের মাধ্যমে পর্নোগ্রাফী বা অশ্লীল উপাদানে প্রবেশ করিলে;

(২) কোন ব্যক্তি-

(ক) কম্পিউটার, কম্পিউটার প্রোগ্রাম, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা কোন ডিজিটাল ডিভাইস, ডিজিটাল সিস্টেম বাডি জিটাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে শিশু পর্নোগ্রাফী বা শিশু সম্বন্ধীয় অশ্লীল উপাদান উৎপাদন বা প্রকাশ করিলে; বা

(L) অসৎ উদ্দেশ্যে কম্পিউটার, কম্পিউটার প্রোগ্রাম, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা কোন ডিজিটাল ডিভাইস, ডিজিটাল সিস্টেম বাডি জিটাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে শিশু পর্নোগ্রাফী বা শিশু সম্বন্ধীয় অশ্লীল উপাদান সংরক্ষণ করিলে; বা

(M) এমন কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলে বা প্রকাশ করিবার কারণ ঘটাইলে যাহাতে বিজ্ঞাপনদাতা কর্তৃক শিশু পর্নোগ্রাফী বা শিশু সম্বন্ধীয় অশ্লীল উপাদানসমূহ বিতরন বা প্রদর্শন করিবার সম্ভাবনা থাকে; বা

(N) অসৎ উদ্দেশ্যে কম্পিউটার, কম্পিউটার প্রোগ্রাম, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা কোন ডিজিটাল ডিভাইস, ডিজিটাল সিস্টেম বা ডিজিটাল নেটওয়ার্ক ব্যবহারের মাধ্যমে শিশু পর্নোগ্রাফী বা শিশু সম্বন্ধীয় অশ্লীল উপাদানে প্রবেশ করিলে;

তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি পর্নোগ্রাফী বা শিশু পর্নোগ্রাফী সংঘটনের অপরাধ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর দফা (ক), (খ),(গ) ও (N) এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে তিনি অনধিক ৭ (সাত) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিতে হইবেন।

(৪) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (২) এর দফা (ক), (খ),(গ) ও (N)এর অধীন কোন অপরাধ

	সংঘটন করেন তাহা হইলে তিনি অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিতে হইবেন।
মানহানী, মিথ্যা ও অশ্লীল,ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত	ধারা-১৯। (১) কোন ব্যক্তি যদি ওয়েবসাইট অন্য কোন ইলেক্ট্রনিক বিন্যাসে দন্ডবিধি (১৮৬০ সালের ৪৫ নম্বর আইন) এর ৪৯৯ ধারামতে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মানহানি ঘটাইলে তাহা হইবে একটি অপরাধ; (২) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েব সাইটে বা অন্য কোন ইলেক্ট্রনিক বিন্যাসে এমন কোন কিছু প্রাকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা বা অশ্লীল এবং যাহা মানুষের মনকে বিকৃত ও দূষিত করে, মর্যাদাহানি ঘটায় বা সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করে তাহা হইলে ইহা হইবে একটি অপরাধ; বা (৩) কোন ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যক্তির ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানিবার অভিপ্রায়ে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোন ইলেক্ট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্পচার করেন যাহা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পাঠ করিলে বা দেখিলে বা শুনিলে তাহার ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে তাহা হইলে ইহা হইবে একটি অপরাধ। ব্যতিক্রমঃ ওয়েবসাইটে বা অন্য কোন ইলেক্ট্রনিক বিন্যাসে প্রকৃত ধর্মীয় উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত বা ব্যবহৃত কোন পুস্তক, লেখা, অংকন বা চিত্র অথবা যে কোন উপাসনালয়ের উপর বা অভ্যন্তরে বা প্রতিমাসমূহ পরিবর্তনের জন্য ব্যবহৃত যে কোন প্রকার খোদাইকৃত, মিনাকৃত, চিত্রিত বা প্রকারান্তরে প্রতিচিত্রিত অথবা কোন ধর্মীয় উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত কল্পমূর্তির ক্ষেত্রে উপ-ধারা ৩ প্রযোজ্য হইবে না। (৪) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১), (২) অথবা (৩)এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে তিনি অনধিক 2(`B) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক 2(দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিতে হইবেন।
শত্রুতা সৃষ্টি ও **আইন শৃঙ্খলার অবনতি** ঘটানো	ধারা-২০ । কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েব সাইটে বা অন্য কোন ইলেক্ট্রনিক বিন্যা‡স এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন যাহা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে বাংলাদেশর নাগরিকগ‡Yi বিভিন্ন শ্রেনীর মধ্যে শত্রুতা বা ঘৃY¨ভাব বধন করে বা আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটায় সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক ৭ (সাত) বৎসর কারাদন্ডে বা ৭(সাত) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন ।

কম্পিউটার ব্যবহারের মাধ্যমে অপরাধ সংঘটনে সহায়তা ও উহার দণ্ড	ধারা-২১। (১) যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন কম্পিউটার, ই-মেইল বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, রিসোর্স বা সিস্টেম ব্যবহারের মাধ্যমে এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনে সহায়তা করেন, তাহা হইলে তাহার উক্ত কার্য হইবে একটি অপরাধ। (২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটনে সহায়তা করিবার ক্ষেতে মূল অপরাধটির জন্য যে দণ্ড নির্ধারিত রহিয়াছে তিনি সেই দণ্ডেই দণ্ডিত হইবেন।
কোম্পানী কর্তৃক অপরাধ সংঘটন	ধারা-২২ ।। কোন কোম্পানী কর্তৃক এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে উক্ত অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে কোম্পানীর এমন প্রত্যেক মালিক, প্রধান নির্বাহী, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা প্রতিনিধি উক্ত অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, hw` bv cgvY Kiv hvq †h, D³ Aciva Zvnvi AÁvZmv‡i nBqv‡Q A_ev D³ Aciva †iva Kwievi Rb¨ wZwb h_vmva¨ †Póv Kwiqv‡Qb।
নেটওয়ার্ক সেবা প্রদানকারী দায়ী না হওয়া	ধারা-২৩। নেটওয়ার্ক সেবা প্রদানকারী কোন তৃতীয় পক্ষ তথ্য বা উপাত্ত প্রাপ্তিসাধ্য করিবার জন্য এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের অধীন দায়ী হইবেন না, যদি প্রমাণ করা যায় যে, সংশ্লিষ্ট অপরাধ বা লংঘন তাহার অজ্ঞাতসারে ঘটিয়াছে বা উক্ত অপরাধ যাহাতে সংঘটিত না হয় তজ্জন্য তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছেন। ব্যাখ্যাঃ (ক) "নেটওয়ার্ক সেবা প্রদানকারী" অর্থ কোন যোগাযোগের মাধ্যম; (খ) "তৃতীয় পক্ষ তথ্য বা উপাত্ত" অর্থ নেটওয়ার্ক সেবা প্রদানকারী কর্তৃক যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে যে তথ্য বা উপাত্ত প্রদান করা হয়।
পঞ্চম অধ্যায় তদন্ত ও তল্লাশি	
অপরাধের তদন্ত	ধারা-২৪ ।। (১) সাব-ইন্সপেক্টরের পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এবং যার সাইবার ফরেনসিক সম্পর্কে জ্ঞান আছে এমন কোন পুলিশ কর্মকর্তা এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে তদন্ত করিতে পারিবে এবং তদন্তের উদ্দেশ্যে কোন স্থানে প্রবেশের প্রয়োজন হইলে তিনি নির্ধারিত

	পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া উক্ত স্থানে প্রবেশ করিতে পারিবেন। (২) তদন্তকারী কর্মকর্তা দায়িত্ব পাওয়ার তারিখ হইতে ২ (দুই) মাসের মধ্যে তদন্ত কার্য সমাপ্ত করিবেন। (খ) তদন্তকারী কর্মকর্তা উপ-ধারা (২)(ক) এর অধীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন তদন্ত কার্য সমাপ্ত করিতে ব্যর্থ হইলে, তিনি উহার কারণ লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া সময়সীমা অনধিক আরও পনের দিন বৃদ্ধি করিতে পারিবেন । (গ) উপ-ধারা (২)(খ)এর অধীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্তকারী কর্মকর্তা কোন তদন্ত কার্য সমাপ্ত করিতে ব্যর্থ হইলে, তিনি উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া বিষয়টি প্রতিবেদন আকারে “বিচারক, সাইবার ট্রাইব্যুনাল কে অবহিত করিবেন এবং “বিচারক, সাইবার ট্রাইব্যুনাল এর অনুমতিক্রমে পরবর্তী এক মাসের মধ্যে তদন্ত কার্যক্রম সমাপ্ত করিবেন। (ঘ) উপ-ধারা (২)(গ) এর অধীনে তদন্তকারী কর্মকর্তা কোন তদন্ত কার্য সমাপ্ত করিতে ব্যর্থ হইলে “বিচারক, সাইবার ট্রাইব্যুনাল“ তদন্তের সময়সীমা যুক্তি সংগত সময় পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। (৬) কোন মামলার তদন্তের যে কোন পর্যায়ে যদি প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে, তদন্ত পরিচালনার দায়িত্ব হস্তান্তর করা প্রয়োজন তাহা হইলে সরকার বা ক্ষেত্রমত, সাইবার ট্রাইব্যুনাল আদেশ দ্বারা পুলিশ কর্মকর্তার নিকট হইতে মহাপরিচালক বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবে। (৬) (ক) ধারা-৬ অনুযায়ী তদন্তের দায়িত্ব পাওয়া তদন্তকারী কর্মকর্তা দায়িত্ব পাওয়ার ২ (দুই) মাসের মধ্যে তদন্ত কার্য সমাপ্ত করিবেন। (খ) তদন্তকারী কর্মকর্তা (৬) (ক) এ উল্লেখিত সময়ের মধ্যে তদন্ত কার্য সম্পন্ন করিতে ব্যর্থ হইলে, তিনি উহার কারণ লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া সময়সীমা অনধিক আরও পনের দিন বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। (গ) উপ-ধারা (৬)(খ) এর অধীনে তদন্তকারী কর্মকর্তা কোন তদন্ত কার্য সমাপ্ত করিতে ব্যর্থ হইলে “বিচারক, সাইবার ট্রাইব্যুনাল“ তদন্তের সময়সীমা যুক্তি সংগত সময় পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। (৬) সরকার সাইবার অপরাধের সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে এক বা একাধিক অত্যাধুনিক ডিজিটাল

	ফরেনসিক ল্যাব প্রতিষ্ঠাসহ সকল আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করিবে। (৭) বাংলাদেশ সরকারের কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও এর অধীনস্থ কোন সংস্থা অথবা অন্য কোন কোম্পানী(কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ অনুযায়ী গঠিত) প্রয়োজন মনে করলে "সাইবার সিকিউরিটি এজেন্সী" কে যে কোন প্রকারের সাইবার ফরেনসিক তদন্ত করার জন্য লিখিত অনুরোধ করিতে পারবে। এইরুপ ক্ষেত্রে "সাইবার সিকিউরিটি এজেন্সী" সাইবার ফরেনসিক তদন্ত সম্পন্ন করবে। তবে এই ক্ষেত্রে এইরুপ সাইবার ফরেন্সিক তদন্ত করিবার জন্য "সাইবার সিকিউরিটি এজেন্সী" বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফি পাইবে এবং তাহা "সাইবার সিকিউরিটি এজেন্সী" এর মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা হইবে।
c‡e‡ki I ciÿ‡Yi AwaKvi	ধারা-২৫ ।। (১) এই আইনের অধীনে ‡Kvb AbmÜvb ev Aciva Z`‡šÍi স্বার্থে পুলিশ সুপার পদমর্যাদার KgKZv বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এর নিম্নে বর্ণিত ক্ষমতা থাকিবেঃ- ক) কম্পিউটার, কম্পিউটার প্রোগ্রাম, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা কোন ডিজিটাল ডিভাইস, ডিজিটাল সিস্টেম বা ডিজিটাল নেটওয়ার্ক অথবা যে কোন প্রোগ্রাম, তথ্য-উপাত্ত যাহা কোন কম্পিউটারে বা কম্প্যাক্ট ডিস্কে বা রিমুভেবল ড্রাইভে বা অন্য কোন উপায়ে সংরক্ষণ করা হইয়াছে তাহা নিজের অধিকারে নেওয়া অথবা প্রবেশ করা; L) যে কোন ব্যক্তি ev ms¯vকে তথ্য চলাচলের (Traffic) তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করিতে বাধ্য করা; M) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণ কল্পে অন্য যাহা কিছু করিবার দরকার যৌক্তিকভাবে তাহা করা। ২) এই আইনের অধীনে পুলিশ কর্মকর্তা ‡Kvb AbmÜvb ev অপরাধের Z`‡šÍi স্বার্থে †h কোন we‡klÁ e¨w³ ev we‡klwqZ cwZôv‡bi mnvqZv Mnb Kwi‡Z cwi‡e এবং G msµvšÍ e¨qfvi miKvi enb Kwi‡e|
পরোয়ানার মাধ্যমে c‡ek, Zjøvkx I Rã	ধারা-২৬ ।। পুলিশ সুপার পদমর্যাদার কর্মকর্তার যদি এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, (ক) এই আইনের অধীন কোন অপরাধ msNwUZ nBqv‡Q ev msNU‡bi m¤vebv iwnqv‡Q ev (খ) এই আইনের অধীন অপরাধ সংক্রান্ত কোন কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, তথ্য-উপাত্ত বা GZ`msµvšÍ mvÿ¨ cgvb কোন স্থানে বা ব্যক্তির নিকট রক্ষিত

	আছে; তাহা হইলে, অনুরূপ বিশ্বাসের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, ক্ষেত্রবিশেষে সাইবার ট্রাইব্যুনাল বা চীফ জুডিসিয়াল g¨wR‡÷U বা Pxd ‡g‡Uvcwj Ub g¨wR‡÷‡Ui wbKU Av‡e`‡bi gva¨‡g Zjøvkx c‡ivqvbv msMn করিয়া নিম্নোক্ত কার্য সম্পাদন Kwi‡Z cwi‡eb- অ) যে কোন সেবা প্রদানকারীর দখলে থাকা যেকোন তথ্যপ্রবাহ (Traffic) এর তথ্য-উপাত্ত হস্তগত করা; আ) যোগাযোগের যে কোন পর্যায়ে গ্রাহক তথ্য এবং তথ্য প্রবাহের তথ্য-উপাত্তসহ যেকোন তার বার্তা বা ইলেক্ট্রনিক যোগাযোগ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা।
পরোয়ানা ব্যতিরেকে তল্লাশী, Rã I †MdZvi	ধারা-২৭ । । (১)পুলিশ সুপার পদমর্যাদার কর্মকর্তার যদি এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, এই আইনের অধীন কোন অপরাধ কোন স্থানে সংঘটিত হইয়াছে বা হইতেছে বা হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে বা mvÿ¨ প্রমাYvদি হারানো, নষ্ট, g‡Q †djv, cwieZ‡bi m¤vebv ev Ab¨ †Kvb Dcv‡q `®úvc¨ nIqv ev Kivi সম্ভাবনা থাকে এবং যেখানে পরোয়ানা সংগ্রহ করিবার যথেষ্ট সময় পাওয়া না যায় তাহা হইলে জেলার ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে নিকটস্থ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট হইতে এবং উপজেলার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এর নিকট হইতে একজন এক্সিকিউটিভ g¨wR‡÷টকে সাথে নিয়া ও অনুরূপ বিশ্বাসের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া নিম্নোক্ত কার্য সম্পাদন Kwi‡Z cwi‡eb- (ক) উক্ত স্থানে প্রবেশ করিয়া তল্লাশী করিতে পারিবেন এবং প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হইলে ফৌজদারী কার্যবিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন; (খ) উক্ত স্থানে তল্লাশীকালে প্রাপ্ত অপরাধ সংঘটনে ব্যবহার্য কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, তথ্য-উপাত্ত বা অন্যান্য miÄvgwª` Rã Kwi‡Z পারিবেন; এবং অপরাধ প্রমাণে সহায়ক কোন দলিল Rã Kwi‡Z পারিবেন; (গ) উক্ত স্থানে উপস্থিত যে কোন ব্যক্তির দেহ তল্লাশী করিতে পারিবেন; (ঘ) উক্ত স্থানে উপস্থিত কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধ করিয়াছেন বা করিতেছেন

	বলিয়া সন্দেহ হইলে উক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিতে পারিবেন; তল্লাশী সম্পন্ন করিবার পর উপস্থিত পুলিশ সদস্য, সাব-ইন্সপেক্টর বা তদুর্ধ, তল্লাশী পরিচালনার একটি রিপোর্ট, ক্ষেত্রেবিশেষে, সাইবার ট্রাইব্যুনাল বা চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট দাখিল করবেন। (২) কোন সাব-ইন্সপেক্টর বা তদুর্ধ্ব কর্মকর্তা এই আইনের অধীনে তদন্ত বা অনুসন্ধানের স্বার্থে কোনরূপ সন্দেহজনক কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা তথ্য-উপাত্তে প্রবেশ করিবেন না, যদি না তিনি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে যথেষ্ট জ্ঞান এবং দক্ষতা রাখেন এবং এই ধরনের কাজ করিবার জন্যে যথেষ্ট পারঙ্গাম হন।
তথ্য সংরক্ষণ	ধারা-২৮ । । (১) মহাপরিচালক বা পুলিশ কর্মকর্তার যদি এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, কম্পিউটারে সংরক্ষিত কোন তথ্য-উপাত্ত এই আইনের অধীন AbmÜvb ev Z`‡šÍi ¯^v‡_ msiÿY c‡qvRb এবং এই তথ্য-উপাত্ত নষ্ট, ধ্বংস, পরিবর্তন অথবা `¯úvc¨ করে দেওয়ার m¤vebv থাকে তাহা nB‡j কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেম এর দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি ev cwZôvbকে এই ধরনের তথ্য-উপাত্ত ৯০ (নব্বই) w`b chšÍ সংরক্ষ‡Yi নির্দেশ দিতে পারিবেন। (২) Z‡e সাইবার ট্রাইব্যুনাল, আবেদনের প্রেক্ষিতে, এই ধরনের তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণের মেয়াদ বর্ধিত Kwi‡Z cwi‡e hvnv ১৮০ (একশত আশি) দিনের অধিক হইবে না।
কম্পিউটারের সাধারণ ব্যবহার ব্যাহত না করা	ধারা-২৯ । । (১) মহাপরিচালক বা পুলিশ KgKZv এই আইনের অধীন AbmÜvb ev Z`šÍ Ggbfv‡e cwiPvjbv Kwi‡eb †hb, কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা ইহার কোন অংশের বৈধ ব্যবহার এই ধরনের অনুসন্ধান ev তদন্তের কারণে ব্যাহত না হয়; (২) কোন কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা ইহার কোন অংশ জব্দ করা যাইবে, যদি - ক) যেই স্থানে এই কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা ইহার কোন

	অংশে c‡ek (Access) সম্ভব bv হয় ; খ) এই ধরনের কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা ইহার কোন অংশ অপরাধ প্রতিরোধ করিবার জন্য বা চলমান অপরাধ রোধ Kwievi জন্য জব্দ না করিলে তথ্য-উপাত্ত নষ্ট, ধ্বংস, পরিবর্তন অথবা `¯úvc¨ nIqvi m¤¢vebv _v‡K|
তল্লাশী, ইত্যাদির পদ্ধতি	ধারা-৩০ । । এই আইনে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, এই আইনের অধীন জারীকৃত সকল তদন্ত, পরোয়ানা, তল্লাশী, গ্রেফতার ও আটকের বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধির সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।
AbmÜvb ev তদন্তে সহায়তা	ধারা-৩১ । । এই আইনের অধীনে AbmÜvb ev Z`‡šÍi ¯v‡_ যে কোন ব্যক্তি বা সত্বা বা সেবা প্রদানকারী †Kvb Z_¨ c`vb বা তদন্তকারী কর্মকর্তাকে Z`‡šÍ সহায়তা করিতে বাধ্য থাকিবেন।
AbmÜvb ev তদন্তে প্রাপ্ত তথ্যের গোপনীয়তা	ধারা-৩২ । । (১) AbmÜvb ev তদন্তের স্বার্থে কোন ব্যক্তি বা সত্বা ev সেবা প্রদানকারী কোন তথ্য c`vb ev cKvk করিলে উক্ত ব্যক্তি বা সত্বা ev সেবা প্রদানকারীর বিরুদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী আইনে অভিযোগ দায়ের করা যাইবে না।  (২) এই আইনের অধীনে AbmÜvb ev Z`‡šÍi mv‡_ mswkøó mKj ব্যক্তি বা সত্বা ev †mev c`vbKvix Z`šÍ ev AbmÜvb mswkøó Z_¨w` †MvcbxqZv iÿv Kwi‡eb । (৩) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) ও (২) এর বিধান লঙ্ঘন করেন তাহা একটি অপরাধ Aciva ewjqv MY¨ nB‡e Ges তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।
অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ, ইত্যাদি	ধারা-৩৩ । । (১) ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মহাপরিচালক বা মহাপরিচালক হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা সাব-ইন্সপেক্টরের পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন কোন পুলিশ কর্মকর্তার লিখিত রিপোর্ট এর ভিত্তিতে সাইবার ট্রাইব্যুনাল কোন অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ

	করিবে। (২) যদি কোন ট্রাইব্যুনাল এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন পুলিশ কর্মকর্তাকে বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কোন অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন, সেই ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকে কোন অভিযোগের ভিত্তিতে সরাসরি অপরাধটি বিচারার্থ গ্রহণ করিতে পারিবে। (৩) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন রিপোর্টে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ বা তৎসম্পর্কে কার্যক্রম গ্রহণের সুপারিশ না থাকা সত্ত্বেও, ট্রাইব্যুনাল যথাযথ এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে প্রয়োজনীয় মনে করিলে, কারণ উল্লেখপূর্বক উক্ত ব্যক্তির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিতে পারিবে। (৪) ট্রাইব্যুনাল এই আইনের অধীন অপরাধের বিচারকালে দায়রা আদালতে বিচারের জন্য ফৌজদারী কার্যবিধির অধ্যায় ২৩ এর বর্ণিত পদ্ধতি, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত অসংগতিপূর্ণনা হওয়া সাপেক্ষে, অনুসরণ করিবে। (৫) কোন ট্রাইব্যুনাল, ন্যায়বিচারের স্বার্থে প্রয়োজনীয় না হইলে, এবং কারণ লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ না করিয়া, কোন মামলার বিচারকার্য স্থগিত করিতে পারিবে না। (৬) ট্রাইব্যুনাল, উহার নিকট পেশকৃত আবেদনের ভিত্তিতে, বা উহার নিজ উদ্যোগে, কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, মহাপরিচালক বা এতদুদ্দেশ্যে মহাপরিচালকের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তাকে এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধ সংশ্লিষ্ট যে কোন মামলা পুনঃতদন্তের (Further Investigation), এবং তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিপোর্ট প্রদানের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।
সাইবার ট্রাইব্যুনাল ও সাইবার আপিল	ধারা-৩৪ । ।তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সালের ৩৯ নম্বর আইন) ধারা-৬৮, ৬৯,৭০, ৮২, ৮৩ ও ৮৪ অনুযায়ী গঠিত সাইবার ট্রাইব্যুনাল ও সাইবার আপিল ট্রাইব্যুনালের বিধান এ আইনেও প্রযোজ্য হইবে।

ট্রাইব্যুনালের গঠন	
মামলা নিষ্পত্তির নির্ধারিত সময়সীমা	ধারা-৩৫ ।। (১) এই আইনের অধীন মামলার অভিযোগ গঠনের তারিখ হইতে ১৮০ (একশত আশি) দিন মধ্যে মামলার বিচারক বিচার কার্য সমাপ্ত করিবেন। (২) বিচারক উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন মামলা নিষ্পত্তি করিতে ব্যর্থ হইলে, তিনি উহার কারণ লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া সময়সীমা অনধিক আরও ৯০ (নব্বই) দিন বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিচারক কোন মামলার নিষ্পত্তি করিতে ব্যর্থ হইলে, তিনি উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া বিষয়টি প্রতিবেদন আকারে হাইকোর্ট বিভাগ ও মহাপরিচালককে অবহিত করিয়া মামলার কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখিতে পারিবেন।
অপরাধের আমলযোগ্যতা ও জামিনযোগ্যতা	ধারা-৩৬ ।। এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ (ক) ধারা ৯, ১৫, 16, 18 ও 20 এ উল্লিখিত অপরাধসমূহ আমলযোগ্য (Cognizable) ও অ-জামিনযোগ্য হইবে; এবং (খ) ধারা ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, 17, 19 ও 32 এ উল্লিখিত অপরাধসমূহ অ-আমলযোগ্য (Non-cognizable) ও জামিনযোগ্য হইবে। (গ)ধারা ৯, ১৫, 16, 18 ও 20 এ উল্লিখিত অপরাধসমূহ আপোষযোগ্য (Compoundable) হইবে।
জামিন সংক্রান্ত বিধান	ধারা-৩৭ ।। বিচারক এই আইনের অধীন দণ্ডযোগ্য কোন অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি প্রদান করিবেন না, যদি না- (ক) রাষ্ট্রপক্ষকে অনুরূপ জামিনের আদেশের উপর শুনানীর সুযোগ প্রদান করা হয়; (খ) বিচারক সন্তুষ্ট হন যে,- (অ) অভিযুক্ত ব্যক্তি বিচারে দোষী সাব্যস্ত নাও হইতে পারেন মর্মে বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গাত কারণ রহিয়াছে;

	(আ) অপরাধ আপেক্ষিক অর্থে গুরুতর নহে এবং অপরাধ প্রমাণিত হইলেও শাস্তি কঠোর হইবে না; এবং (গ) তিনি অনুরূপ সন্তুষ্টির কারণসমূহ লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করেন।
বাজেয়াপ্তি	ধারা-৩৮ । । (১) এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে, যে কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, ফ্লপি, কমপ্যাক্ট ডিস্ক (সিডি), টেপ ড্রাইভ বা অন্য কোন আনুষঙ্গিক কম্পিউটার উপকরণ বা বস্তু সম্পর্কে বা সহযোগে উক্ত অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে সেইগুলি উক্ত অপরাধের বিচারকারী আদালতের আদেশানুসারে বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে। (২) যদি আদালত এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, যে ব্যক্তির দখল বা নিয়ন্ত্রণে উক্ত কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, ফ্লপি ডিস্ক, কমপ্যাক্ট ডিস্ক, বা অন্য কোন আনুষঙ্গিক কম্পিউটার উপকরণ পাওয়া গিয়াছে তিনি এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের কোন বিধান লংঘনের জন্য বা অপরাধ সংঘটনের জন্য দায়ী নহেন, তাহা হইলে উক্ত কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, ফ্লপি ডিস্ক, কমপ্যাক্ট ডিস্ক, টেপ ড্রাইভ বা অন্য কোন আনুষঙ্গিক কম্পিউটার উপকরণ বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে না। (৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন বাজেয়াপ্তযোগ্য কোন কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, ফ্লপি ডিস্ক, কমপ্যাক্ট ডিস্ক, টেপ ড্রাইভ বা অন্য কোন আনুষঙ্গিক কম্পিউটার উপকরণের সহিত কোন বৈধ কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, ফ্লপি ডিস্ক, কমপ্যাক্ট ডিস্ক, টেপ ড্রাইভ বা অন্য কোন কম্পিউটার উপকরণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেইগুলিও বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে। (৪) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন অপরাধ সংঘটনের জন্য যদি কোন সরকারী বা সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের কোন কম্পিউটারবা তৎসংশ্লিষ্ট কোন উপকরণ বা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে উহা বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে না।
ষষ্ঠ অধ্যায় আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা	
আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা	ধারা-৩৯ । । এই আইনের অধীনে কোন অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে অনুসন্ধান, প্রসিকিউশন এবং বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রশ্নে অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে

	পারস্পরিক সহায়তা আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪ নং আইন) এর সমস্ত বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।
সপ্তম অধ্যায় বিবিধ	
সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম	ধারা-৪০ । । এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনকালে সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।
অসুবিধা দূরীকরণ	ধারা-৪১ । । (১) এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে উক্ত বিধানে কোন অস্পষ্টতার কারণে অসুবিধা দেখা দিলে সরকার উক্ত অসুবিধা দূরীকরণার্থে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে। (২) এই ধারার অধীন প্রত্যেক আদেশ জাতীয় সংসদে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উপস্থাপন করিতে হইবে।
বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা	ধারা-৪২ । । সরকার, সরকারী গেজেটে এবং তদতিরিক্ত ঐচ্ছিকভাবে ইলেক্ট্রনিক গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথাঃ- ক) ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা; খ) মহাপরিচালক কর্তৃক ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব পরিচালিত করা; গ)ট্রাফিক ডাটা অথবা তথ্য পর্যালচনা অথবা সংগ্রহের পদ্ধতিসমূহ এবং রক্ষা পদ্ধতি; ঘ)হস্তক্ষেপ, পর্যালোচনা অথবা ডিক্রিপশন পদ্ধতি এবং রক্ষা;

	ঙ)সংকটাপন্ন তথ্য পরিকাঠামো নিরাপত্তা; চ)আর্ন্তজাতিক এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার পদ্ধতি; ছ) Bangladesh CERTগঠন,পরিচালনাওঅন্যান্যCERTসমুহেরসাথেসমন্বয়; জ) ক্লাউড কম্পিউটিং, মেটা ডাটা এবং জ) প্রয়োজনীয় আরো অন্যান্য।
সংরক্ষণ ও হেফাজত	ধারা- ৪৩ ।। এই আইন কার্যকর হইবার সাথে সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সালের ৩৯ নং আইন) এর ধারা ৫৪, ৫৫, ৫৬ ও ৫৭ রহিত হইবে এবং ধারা ৫৪, ৫৫, ৫৬ ও ৫৭ এর অধীন গৃহীত পদক্ষেপ এই আইনের অধীন গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। ইহা ছাড়া এই আইন কার্যকর হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সালের ৩৯ নং আইন) এর অধীন অপরাধের নিষ্পত্তিকৃত মামলাসমূহ এই আইনের অধীন নিষ্পত্তি এবং বর্তমানে সাইবার ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন মামলাসমূহ এই আইনের অধীন বিচারাধীন বলিয়া গণ্য হইবে।
ইংরেজীতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ	ধারা-৪৪ ।। (১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরজেীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে। (২) বাংলা পাঠ ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।